ভগবদ্‌ভজনই যাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তাঁহার যদি পূর্ব্বদুষ্কর্ম্মসংস্কারে সুদুরাচারত্ব থাকে, তাহা হইলে ভক্তিশক্তির প্রভাবে সেই দুরাচারের হৃদয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইবে এবং শ্রীভগবানও তাহাকে সেই দুরাচার হইতে রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিরস আস্বাদনে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু "কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়"—এই অবস্থাটি না পাওয়া পর্য্যন্ত এবং ভক্তিতেই আমার সর্ব্বানর্থ দূর হইবে—এইরূপ ভরসায় বা ভজনবলে কদর্য্যাচরণশীল হইলে নামাপরাধই ঘটিবে। সেই অপরাধের ফলে পুনঃ পুনঃ কদর্য্যাচরণে রুচি জন্মাইবে, যদি কৃত-কদর্য্যাচরণের জন্য হৃদয়ে অনুতাপ না হয় এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে কাতরপ্রাণে নিজ প্রাণবল্লভের নিকটে প্রার্থনা না করে, সেই ভক্তের দুরাচারত্বের নিবৃত্তির সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না। গরুড় পুরাণে উল্লেখ আছে—মিথ্যাচার অনাশ্রমী হইয়াও যে জন শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তিমান হয়, সে জন সকল লোককে পবিত্র করিতে সমর্থ। সহস্রাংশু সূর্য্য যেমন অন্ধকার দূর করিয়া বস্তু প্রকাশ করে, সেই বিষ্ণুভক্তকেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। এ সকল কথার উদাহরণ পূর্ব্বেই বিশেষরূপে দেওয়া হইয়াছে। মা দেবহুতি ভগবান্ শ্রীকপিলদেবকে বলিয়াছিলেন—

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্।
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং ॥
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা।
ব্রহ্মানূচুর্ণাম গৃণন্তি যে তে ॥"

হে কপিল! তোমারই সুখের জন্য যাহার জিহ্বার অগ্রভাগে তোমার নাম থাকে, সে যদি শ্বপচও হয়, তাহা হইলে তোমার সুখের **জন্য তোমা**র নাম করে বলিয়া শ্রীগুরুদেবের মত পূজ্য—এ বড়ই আশ্চর্য্য ও আনন্দের সংবাদ। যাহারা তোমার নাম কর্ণে, রসনায় ও মনে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণরূপে গ্রহণ করে, তাহারা তপস্যা না করিয়াও সকল তপস্যা করিয়াছে, যজ্ঞ না করিয়া সকল যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়াছে; তীর্থ ভ্রমণ না করিয়াও সকল তীর্থে স্নান করিয়াছে; অনার্য্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও সকলের নিকটে পূজ্য হইয়াছে; বেদ-বেদান্ত না পড়িয়াও সকল বেদ পড়া হইয়াছে। যেমন রাজার আদর করিলে রাজ-অনুগত সকলকে আদর না করিয়াও আদর করা হয়, তেমনই নিখিল সাধনের রাজা শ্রীহরিনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন অথবা স্মরণ করিলে অন্য কোন সাধন না করিলেও সকল সাধনই তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন থাকেন। এস্থানে 'শ্বপচ' শব্দটি যৌগিকার্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে, অর্থাৎ 'শ্ব' শব্দের অর্থ কুক্কুর, 'পচ' শব্দের অর্থ পাক করা। যে জন ভোজনের জন্য কুক্কুর মাংস পাক করে